Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 29-10-2026 22:54 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

১১ কার্তিক ।। ১৪৩৩।। বৃহস্পতিবার ২৯ অক্টোবর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৬১৯ সংখ্যা ।। ৮ পাতা

বিয়ে করছেন জাহ্নবী কাপুর!

শ্মশানে প্রধানমন্ত্রীর ছবির উপর 'কালো জাদু'!

বিদেশি শক্তির উসকানি না অন্য কারণ, কেন ফুঁসছে জেন জি? উত্তর খুঁজবে আরএসএস

ডিজিটাল অ্যারেস্টে টাকা খোয়ালে ক্ষতিপূরণ দেবে ব্যাঙ্ক! গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের

এবার 'প্রিয়' স্মরণে সরণি! রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের একাংশ প্রিয়রঞ্জনের নামে করার প্রস্তাব

রাজ্যের স্কুলগুলিতে গ্রুপ-ডি ও ক্লার্ক পদে প্রায় ৮৫০০ নিয়োগ

নয়া জামানা ঃ রাজ্য সরকারি স্কুলগুলিতে ক্লার্ক ও গ্রুপ-ডির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত শূন্যপদ প্রকাশ করল এসএসসি। ওবিসি সংরক্ষণের নতুন নিয়ম মেনে শূন্যপদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এবার মোট ৫,৪৮৮ টি গ্রুপ-ডি পদে এবং ২,৯৮৯টি ক্লার্ক পদে নিয়োগ করা হবে। অর্থাৎ দুই বিভাগ মিলিয়ে মোট ৮,৪৭৭ জন নিয়োগ করা হবে।কমিশনের তালিকা অনুযায়ী, গ্রুপ-ডি পদের সিংহভাগই বাংলা মাধ্যমের জন্য। এর মধ্যে সাধারণ ক্যাটাগরিতে ৪,২৮৭টি। শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য ১,০২১টি আসন সংরক্ষিত রয়েছে। এছাড়া হিন্দি মাধ্যমে ১৪১টি এবং উর্দু মাধ্যমে ২১টি গ্রুপ-ডি শূন্যপদ রয়েছে।কমিশনের তালিকা

ী, গ্রুপ-ডি পদের সিংহভাগই বাংলা মাধ্যমের জন্য। এর মধ্যে সাধারণ ক্যাটাগরিতে ৪,২৮৭টি। শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য ১,০২১টি আসন সংরক্ষিত রয়েছে। এছাড়া হিন্দি মাধ্যমে ১৪১টি এবং উর্দু মাধ্যমে ২১টি গ্রুপ-ডি শূন্যপদ রয়েছে। আঞ্চলিক বণ্টনে গ্রুপ-ডি পদের জন্য সবচেয়ে বেশি কর্মখালি রয়েছে পশ্চিম ও উত্তর অঞ্চলে। বাকি শূন্যপদগুলি পূর্ব (৯৯৫), দক্ষিণ (৬৮০) এবং দক্ষিণ-পূর্ব (৫৩৩) অঞ্চলে বিন্যস্ত।এসএসসি জানিয়েছে, জীববিজ্ঞানের তথ্য যাচাই ও ইন্টারভিউ হবে ৬ এবং ৭ নভেম্বর, পরিবেশ বিদ্যার তথ্য যাচাই ও ইন্টারভিউ হবে ৬ নভেম্বর , বাণিজ্য বিষয়ের তথ্য যাচাই ও ইন্টারভিউ হবে ৬ নভেম্বর এবং কম্পিউটার অ্যাপলিকেশনের তথ্য যাচাই ও ইন্টারভিউ হবে ৭ নভেম্বর।পূর্বঘোষিত ক্লার্ক পদের ২,৯৮৯টি আসনের সাথে এই ৫,৪৮৮টি গ্রুপ-ডি শূন্যপদ যুক্ত হওয়ায় চাকরিপ্রার্থীদের কর্মসংস্থানের বড় সুযোগ তৈরি হল। দুই পদের ক্ষেত্রেই প্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট সরকারি নিয়ম মেনে আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। এসএসসি জানিয়েছে, জীববিজ্ঞানের তথ্য যাচাই ও ইন্টারভিউ হবে ৬ এবং ৭ নভেম্বর, পরিবেশ বিদ্যার তথ্য যাচাই ও ইন্টারভিউ হবে ৬ নভেম্বর , বাণিজ্য বিষয়ের তথ্য যাচাই ও ইন্টারভিউ হবে ৬ নভেম্বর এবং কম্পিউটার অ্যাপলিকেশনের তথ্য যাচাই ও ইন্টারভিউ হবে ৭ নভেম্বর। কাউন্সেলিং ও পরবর্তী প্রক্রিয়া শুরুর বিস্তারিত সূচি জানতে চাকরিপ্রার্থীদের কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে নজর রাখতে বলা হয়েছে।

কালীপুজো-ছটপুজোয় কখন শব্দবাজি ফাটাবেন?

নয়া জামানা ঃ আসন্ন উৎসবের মরশুমে বাজি পোড়ানো ও ফানুস ওড়ানো নিয়ে কড়া অবস্থান নিচ্ছে রাজ্য সরকার। কেবলমাত্র 'গ্রিন ক্র্যাকার' বা পরিবেশবান্ধব বাজিই ব্যবহার করা যাবে। সেক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশিত সময়সীমা ও শব্দসীমা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে বলে বৃহস্পতিবার নবান্নে জানান স্বরাষ্ট্রসচিব সংঘমিত্রা ঘোষ। বাজি মজুত করা তেকে অবৈধ বাজি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করেন এডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দাও।স্বরাষ্ট্র, পরিবেশ, পুলিশ, দমকল ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট ও কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশিকা মেনেই এ বছর উৎসবের সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। আকাশ প্রদীপ (স্কাই ল্যান্টার্ন) সংক্রান্ত অতীতের কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সেক্ষেত্রে যেহেতু 'গ্রিন' বাজিতে ফানুস অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই তার ব্যবহারও নিষিদ্ধ। যদিও বেশ কিছু ক্ষেত্রে পুজোর সময় ফানুস ওড়ানোর রীতি রয়েছে, তা করতে গেলে এবার প্রশাসনের কাছ থেকে আগাম ছাড়পত্র নিতে হবে। কালীপুজো, ছট এবং জগদ্ধাত্রী পুজোর উৎসবের মরসুমে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি এড়াতে এই বিধিনিষেধ কঠোরভাবে কার্যকর করা হবে। সিদ্ধিনাথ বলেন, তদমকল পরিষেবা আইন অনুযায়ী এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে। কেউ যদি এ ধরনের বেলুন ওড়াতে চান, তবে তাঁকে দমকল বিভাগের কাছ থেকে আগে অনুমতি বা লাইসেন্স নিতে হবে। । শব্দ ও বায়ুদূষণ হলে তাতে কেবল অন্যরাই ক্ষতিগ্রস্ত হন না, বরং যাঁরা বাজি ফাটাচ্ছেন, তাঁদের বয়স্ক বাবা-মা এবং ছোট শিশুরাও সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী, দীপাবলির দিন রাত ৮টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে বাজি ফাটানো যাবে। ছটপুজোর ক্ষেত্রে, বাজি ফাটানোর অনুমোদিত সময় সকাল ৬টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত। আদালতের নির্দেশিকা অনুযায়ী, শব্দ সৃষ্টিকারী আতসবাজির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শব্দসীমা ১২৫ ডেসিবেল এবং আলো সৃষ্টিকারী আতসবাজির ক্ষেত্রে ৯০ ডেসিবেল নির্ধারণ করা হয়েছে।

'মা-বোনেদের সুরক্ষায় পুলিশকে খোলা হাত'!

এনকাউন্টার নিয়ে ইঙ্গিতবাহী মন্তব্য শুভেন্দুর

রাজ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর থেকেই অপরাধ দমনে তৎপর সরকার। আনা হয়েছে গুণ্ডা দমন আইন। পালাবদলের পর কার্যত 'যোগীরাজ্যের মডেলে' পশ্চিমবঙ্গেও অপরাধীদের খত করতে শুরু হয়েছে এনকাউন্টার। বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্তের এনকাউন্টার দিয়ে সূত্রপাত, এবার একই দিনে গাইঘাটা-সামশেরগঞ্জেও চলল বন্দুকের শাসন। এ প্রসঙ্গে বিরোধীশিবিরে একাধিক বিতর্ক থাকলেও, অপরাধীদের উৎখাত করতে এনকাউন্টার-কায়দায় আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী। রায়গঞ্জের সভা থেকে ইঙ্গিতবাহী মন্তব্য করলেন শুভেন্দু।মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, যা করার করব। নিশ্চিন্তে থাকুন। পুলিশকে খোলা হাত দিয়ে এসেছি। কেউ যদি ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির মতো কাজ করে, তাহলে যা দরকার পুলিশ তাই করবে। যারা মা-বোন ও মেয়েদের অসম্মান করবে, তাদের কী পরিণতি হচ্ছে তা সবাই দেখতে পাচ্ছে। সামাজদার কা তো ইশারাই কাফি হ্যায়। পুলিশমন্ত্রী তো এর থেকে বেশি কিছু বলব না। আপনারা সজাগ থাকবেন। রাজ্যে নারী নির্যাতন ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ যে বরদাস্ত হবে না, রায়গঞ্জের সভা থেকে তা আরও একবার স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি গাইঘাটা ও সামশেরগঞ্জে পুলিশের এনকাউন্টারের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানান, পশ্চিমবঙ্গের মা-বোনদের সুরক্ষা পুলিশকে 'খোলা হাত' দেওয়া হয়েছে। এ দিন মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, যা করার করব। নিশ্চিন্তে থাকুন। পুলিশকে খোলা হাত দিয়ে এসেছি। কেউ যদি ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির মতো কাজ করে, তাহলে যা দরকার পুলিশ তাই করবে। যারা মা-বোন ও মেয়েদের অসম্মান করবে, তাদের কী পরিণতি হচ্ছে তা সবাই দেখতে পাচ্ছে। সামাজদার কা তো ইশারাই কাফি হ্যায়। পুলিশমন্ত্রী তো এর থেকে বেশি কিছু বলব না। আপনারা সজাগ থাকবেন।প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার ভোররারে ও দুপুরে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা ও মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে পরপর দুটি পুলিশের এনতকাউন্টার দেখেছে রাজ্য। দুটি ক্ষেত্রেই পুলিশ হেফাজত থেকে ধৃতদের ঘটনার পুনর্নির্মানের জন্য অকুস্থলে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের হাত থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নিয়ে অভিযুক্তরা পালানোর চেষ্টা করে বলে অভিযোগ, অভিযুক্তদের গুলির পাল্টা পুলিশের গুলিতে দু'জনের মৃত্যু হয়। প্রথম ক্ষেত্রে পুলিশের গুলিতে নিহত গাইঘাটায় ১৭ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত প্রহ্লাদ দাস।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সামশেরগঞ্জে ব্যবসায়ী সুজিত মণ্ডলের খুনের মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া সামাউল শেখের এনকাউন্টার হয়। তিন মাস আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণ-খুনে ধৃত প্রভাস মণ্ডলের এনকাউন্টার করে পুলিশ।

শিক্ষাঙ্গনে হিংসা রুখতে সরব অমর্ত্য সেন

নয়া জামানা ঃ সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-সহ একাধিক প্রতিষ্ঠানে ছাত্র আন্দোলনে নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা দেশকে।যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসআরএফটিআই, বহিরাগত হামলার অভিযোগ তুলে দুই ক্যাম্পাসেই আন্দোলন চালাচ্ছে পড়ুয়াদের একটা অংশ। এবার আন্দোলনকারীদের প্রতি সংহতি জানিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হামলা ও রাজনৈতিক হিংসার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক বৃহস্পতিবার তাঁর ই-মেল বার্তায় জানান, যাদবপুরের উপর হামলার ঘটনায় তিনি হতবাক। এসআরএফটিআই-এর পড়ুয়াদের আন্দোলনের সঙ্গেও সংহতি প্রকাশ করেছেন তিনি।তিনি ইমেল বার্তায় জানান, শিক্ষাঙ্গনে হিংসামুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা এবং সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক হিংসার হাত থেকে রক্ষা করা এখন অত্যন্ত জরুরি। একই সঙ্গে হিংসাত্মক কার্যকলাপের পিছনে থাকা সাম্প্রদায়িক

মানসিকতারও নিন্দা করেছেন তিনি।শিক্ষাঙ্গনে হিংসা নিয়ে বিবৃতি নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের প্রায় ৭০ বছর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই অধ্যাপনা শুরু করেন অমর্ত্য সেন। এদিন তিনি ইমেল বার্তায় জানান, শিক্ষাঙ্গনে হিংসামুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা এবং সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক হিংসার হাত থেকে রক্ষা করা এখন অত্যন্ত জরুরি। একই সঙ্গে হিংসাত্মক কার্যকলাপের পিছনে থাকা সাম্প্রদায়িক মানসিকতারও নিন্দা করেছেন তিনি।উল্লেখ্য, ২৭ সেপ্টেম্বর এসআরএফটিআই ক্যাম্পাসে একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অশান্তি ও বহিরাগতদের হামলার অভিযোগ ওঠে। পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষ ৬ জন পড়ুয়াকে বহিষ্কার করলে, তার প্রতিবাদে প্রায় এক মাস ধরে আন্দোলন চালাচ্ছেন পড়ুয়ারা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট সহ একাধিক প্রতিষ্ঠান এই আন্দোলনে সংহতি জানিয়েছে। এর আগে অগস্টে যাদবপুরেও বহিরাগতদের তাণ্ডবের অভিযোগ উঠেছিল। পরপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমন হিংসার অভিযোগের প্রেক্ষিতে অমর্ত্য সেনের এই বার্তা দেশের শিক্ষাঙ্গনের নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক হিংসা প্রতিরোধের প্রশ্নটিকে নতুন করে সামনে আনল বলেই মনে করছে বামপন্থীরা।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 29-10-2026 22:54 Page 2

কাইজেন

স্বপ্নের পাঠশালা

মানস দাস ।। নয়া জামানা ।। মালদা

শিক্ষার আলোয় বদলাক ভবিষ্যৎ, গ্রামবাংলার বুকেই গড়ে উঠুক বিশ্বজয়ের স্বপ্ন। এই প্রত্যয়কে সামনে রেখেই শাহাবাজপুরের শিক্ষার মানচিত্রে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে এগিয়ে এসেছে কাইজেন ক্যারিয়ার গাইড স্কুল।আধুনিক শিক্ষার পরিকাঠামো, ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জনের সুযোগ, পড়াশোনার পাশাপাশি বাস্তবজীবনের জন্য নিজেকে তৈরি করার ভাবনা এবং সাধারণ পরিবারের সাধ্যের মধ্যে মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য সব মিলিয়ে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন প্রত্যাশা।২০২৫ সালে যাত্রা শুরু করা এই স্কুলের স্বপ্ন শুধু পড়ুয়াদের পরীক্ষায় ভালো ফল করানো নয়,বরং তাদের আত্মবিশ্বাসী, দক্ষ, দায়িত্বশীল ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।আর সেই স্বপ্নের অন্যতম কারিগর মোজমপুরের বাসিন্দা শিক্ষানুরাগী মোকাদ্দার শেখ।

শিক্ষা মানুষের জীবনের এমন এক সম্পদ যা শুধু ব্যক্তির ভবিষ্যৎ গড়ে তোলে না,বদলে দিতে পারে একটি পরিবার, একটি সমাজ, এমনকী একটি গোটা এলাকার গতিপথও। কিন্তু মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ কি সকলের কাছে সমানভাবে পৌঁছয়? বাস্তব অভিজ্ঞতা বলছে, এখনও বহু পরিবারের কাছে আধুনিক ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার স্বপ্ন পূরণ করা সহজ নয়। নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিপুল খরচ, পড়াশোনার আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং পরবর্তী সময়ে গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন সব মিলিয়ে সন্তানকে পছন্দের স্কুলে পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে আর্থিক চাপের মুখে পড়তে হয় অভিভাবকদের। অনেক সময় সন্তানের মেধা বা আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য হয়ে দাঁড়ায় বড় বাধা।কালিয়াচক ১নং ব্লকের শাহাবাজপুরের মতো সম্ভাবনাময় এলাকায় এই বাস্তবতা উপলব্ধি করেই একটি নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন মোকাদ্দার শেখ।

স্থানীয় অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগীদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন, এলাকায় এমন একটি স্কুলের প্রয়োজন রয়েছে, যেখানে আধুনিক পাঠ্যক্রমের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা পাবে উপযুক্ত পরিচর্যা,শৃঙ্খলা এবং নিজেদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ।সেই ভাবনা থেকেই শুরু হয় কাইজেন ক্যারিয়ার গাইড স্কুলের পথচলা।প্রতিষ্ঠাতাদের লক্ষ্য, শহরকেন্দ্রিক শিক্ষার সুযোগকে যতটা সম্ভব এলাকার শিশুদের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসা যাতে ভালো শিক্ষার জন্য পরিবারকে অযথা দূরে ছুটতে না হয়। অবশ্য কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাফল্য শুধু তার নাম, ভবন কিংবা পাঠ্যক্রম দিয়ে বিচার করা যায় না।তার প্রকৃত পরিচয় তৈরি হয় শ্রেণিকক্ষের ভিতরে, শিক্ষক শিক্ষিকার যত্নে, পড়ুয়াদের শেখার আগ্রহে এবং অভিভাবকদের আস্থায়। কাইজেনও সেই আস্থার ভিত শক্ত করার লক্ষ্য নিয়েই এগোতে চাইছে।

এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল,এখানে সিবিএসই পাঠ্যক্রমের ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।প্লে-গ্রুপ থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছে। প্রথম বছরেই প্রায় ১০০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে স্কুলের শিক্ষাযাত্রা শুরু হওয়া প্রতিষ্ঠানের কাছে যেমন উৎসাহের,তেমনই আগামী দিনের জন্য দায়িত্বেরও। কারণ,ছোটদের শিক্ষার ভিত্তি তৈরি করার সময়টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।এই বয়সে শিশুর মধ্যে ভাষা শেখার আগ্রহ, কৌতূহল, যুক্তিবোধ, কল্পনাশক্তি, সামাজিক আচরণ এবং নিজের কথা প্রকাশ করার ক্ষমতা গড়ে ওঠে। সেই সময় যদি তাকে ভয়মুক্ত পরিবেশে প্রশ্ন করতে, বুঝে শিখতে এবং নিজের মতো করে ভাবতে উৎসাহিত করা যায় তাহলে ভবিষ্যতের শিক্ষাজীবনের ভিত অনেকটাই মজবুত হতে পারে।

কাইজেনের ভাবনায় শিক্ষার অর্থ শুধুমাত্র পাঠ্যবই শেষ করা কিংবা পরীক্ষার খাতায় বেশি নম্বর তুলে আনা নয়। নম্বর অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু নম্বরই কি একজন পড়ুয়ার প্রকৃত যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি? একটি শিশু কতটা বুঝতে পারছে, নতুন কিছু শেখার প্রতি তার আগ্রহ কতটা, নিজের সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারছে কি না এই বিষয়গুলিও সমান গুরুত্ব পাওয়ার দাবি রাখে।বর্তমান সময়ে কর্মজগৎ ও উচ্চশিক্ষার পরিসর দ্রুত বদলাচ্ছে। সেখানে শুধু মুখস্থবিদ্যা নয়, প্রয়োজন ভাষাগত দক্ষতা, বিশ্লেষণী ক্ষমতা,প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিতি, দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার সামর্থ্য। শৈশব থেকেই এই গুণগুলির বিকাশ ঘটানোর সুযোগ তৈরি করাই আধুনিক শিক্ষার অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ।

ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার প্রশ্নটিও এখানে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অনেক শিক্ষার্থী বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনায় ভালো হলেও ইংরেজিতে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে সংকোচ বোধ করে।ফলে উচ্চশিক্ষা, চাকরির সাক্ষাৎকার কিংবা বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাদের সমস্যায় পড়তে হয়। এই পরিস্থিতি বদলাতে প্রয়োজন ছোটবেলা থেকেই ভাষা শেখার উপযুক্ত পরিবেশ, নিয়মিত অনুশীলন এবং ভুল করার ভয় কাটিয়ে ওঠার সুযোগ। ইংরেজি শেখা মানে নিজের মাতৃভাষাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া নয় বরং বাংলা-সহ অন্যান্য ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখেই আরও একটি ভাষায় দক্ষ হয়ে ওঠা।একটি শিশু যত বেশি ভাষায় নিজের ভাবনা প্রকাশ করতে শিখবে, তার সামনে যোগাযোগ ও জ্ঞান অর্জনের সুযোগও তত প্রসারিত হতে পারে। কাইজেনের মতো প্রতিষ্ঠানের কাছে তাই ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস তৈরির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

ইফতেকার আলম
প্রধান শিক্ষক

মোকাদ্দার শেখ
পরিচালক

এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছেন প্রধান শিক্ষক ইফতেফাক আলম,পরিচালক মোকাদ্দার শেখ। তাঁদের পরিচালনায় স্কুলের পঠনপাঠন এগিয়ে নিয়ে যেতে রয়েছেন ১৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মী। একটি শিশুর শিক্ষা শুধু শ্রেণিকক্ষের পাঠদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না।তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে শিক্ষকের ব্যবহার, সহপাঠীদের সঙ্গে সম্পর্ক, নিয়মিত অনুশীলন, পরিচ্ছন্নতা, সময়ানুবর্তিতা এবং প্রতিদিনের ছোট ছোট অভিজ্ঞতা।বিশেষত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক-শিক্ষিকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।শিশুর কোনও প্রশ্নকে গুরুত্ব দেওয়া, তার দুর্বলতা চিহ্নিত করে সহায়তা করা এবং তার আগ্রহের জায়গাগুলিকে উৎসাহিত করার মধ্য দিয়েই তৈরি হয় শেখার আনন্দ।সেই আনন্দই একসময় পড়াশোনাকে দায়িত্বের পাশাপাশি ভালোবাসার বিষয় করে তুলতে পারে।

ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করানোর ক্ষেত্রে অনেক পরিবারের আর একটি বড় চিন্তা হল বাড়িতে পড়ার সহায়তা।অভিভাবকরা নিজেরা ইংরেজি মাধ্যমে অভ্যস্ত না হলে কিংবা কর্মব্যস্ততার কারণে সন্তানকে নিয়মিত সময় দিতে না পারলে অতিরিক্ত গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন দেখা দেয়। এতে যেমন খরচ বাড়ে, তেমনই শিশুর দৈনন্দিন সময়ের উপরেও চাপ পড়ে। এই সমস্যার কথা মাথায় রেখে কাইজেন কর্তৃপক্ষ স্কুলের সঙ্গে কোচিং ক্লাস এবং ডে-বোর্ডিংয়ের ব্যবস্থা রেখেছে বলে জানিয়েছে। এর ফলে স্কুলের নির্ধারিত ব্যবস্থার মধ্যে পড়াশোনা ও অনুশীলনের সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। তবে এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা নির্ভর করবে প্রতিটি পড়ুয়ার প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা, উপযুক্ত সময়সূচি এবং শিক্ষকদের নিয়মিত তদারকির উপর। অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে সেই ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করে তোলাই হতে পারে প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য।

দূরবর্তী এলাকার পড়ুয়াদের যাতায়াতের সুবিধার কথাও বিবেচনা করা হয়েছে।স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি,শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য পরিবহণের ব্যবস্থা রয়েছে।কোনও শিশুর শিক্ষাজীবনে নিয়মিত স্কুলে পৌঁছনোর সুযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ছোটদের ক্ষেত্রে নিরাপদ যাতায়াত, দায়িত্বশীল তত্ত্বাবধান এবং অভিভাবকদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ নিশ্চিত করা জরুরি। একই সঙ্গে আবাসিক শিক্ষার ব্যবস্থার দিকেও এগোতে চাইছে প্রতিষ্ঠানটি। কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে আধুনিক ও নিরাপদ আবাসিক সুবিধা চালু করার উদ্যোগ রয়েছে।সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে দূরের পড়ুয়াদের জন্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।তবে আবাসিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা,স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পুষ্টিকর খাবার, পরিচর্যা এবং শিশুদের মানসিক সুস্থতার মতো বিষয়গুলিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

কাইজেনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে আরও বড় পরিসরে স্কুলের পরিকাঠামো গড়ে তোলা। বর্তমানে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন চালু থাকলেও আগামী দিনে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ তৈরি করার ভাবনা রয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।অভিভাবকদের আস্থা, স্থানীয় মানুষের সহযোগিতা এবং প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক অগ্রগতির উপর নির্ভর করেই এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথ তৈরি হবে। একটি স্কুলের সম্প্রসারণ শুধু শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা বাড়ানো নয় এর সঙ্গে প্রয়োজন প্রশিক্ষিত শিক্ষক, পর্যাপ্ত পরিকাঠামো, গ্রন্থাগার, বিজ্ঞান ও কম্পিউটার শিক্ষার সুযোগ, খেলাধুলার পরিবেশ এবং শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে বাস্তবের মাটিতে প্রতিষ্ঠা করতে হলে এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধারাবাহিক উন্নয়ন জরুরি।

শাহাবাজপুরের মতো এলাকায় একটি নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উত্থান তাই নিছক একটি স্কুলের সূচনা নয়, বরং স্থানীয় শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে ভাবার সুযোগ। শিক্ষা যদি কেবল সামর্থ্যবান পরিবারের সন্তানদের জন্য সীমাবদ্ধ না থেকে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে তাহলেই তার সামাজিক তাৎপর্য পূর্ণতা পায়। তবে আধুনিক পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষার গুণমান, স্বচ্ছতা, নিয়মিত মূল্যায়ন এবং প্রতিটি শিশুর প্রতি সমান মনোযোগ বজায় রাখাই হবে এই পথচলার আসল পরীক্ষা। অভিভাবকদের প্রত্যাশা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিশ্রুতির মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করতে পারলে কাইজেনের উদ্যোগ আরও সুদৃঢ় হতে পারে।

একটি শিশুর চোখে যখন প্রথম বড় হওয়ার স্বপ্ন জন্ম নেয়,তখন সেই স্বপ্নকে বাস্তবের পথ দেখানোর দায়িত্ব নেয় পরিবার, শিক্ষক এবং সমাজ। সেই দায়িত্বের জায়গা থেকেই কাইজেন ক্যারিয়ার গাইড স্কুলের যাত্রা। এখানে আগামী দিনের স্বপ্ন কতটা সাফল্যে রূপ নেবে তা নির্ধারিত হবে শিক্ষার মান, পড়ুয়াদের বিকাশ, অভিভাবকদের আস্থা এবং প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক উদ্যোগের মাধ্যমে। তবু একটি ইতিবাচক সূচনা যে নতুন আশার আলো দেখাতে পারে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।শাহাবাজপুরের মাটিতে সেই আশার বীজ বুনে কাইজেন এগিয়ে যেতে চাইছে এমন এক ভবিষ্যতের দিকে, যেখানে গ্রামের শিশুরাও আত্মবিশ্বাস নিয়ে বৃহত্তর পৃথিবীর সামনে দাঁড়াতে পারবে।কারণ, শিক্ষার প্রকৃত জয় তখনই, যখন কোনও শিশুর স্বপ্ন তার পরিবারের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কাছে হার মানে না,বরং জ্ঞান, অধ্যবসায় ও সুযোগের হাত ধরে খুঁজে পায় নিজের দিগন্ত।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 29-10-2026 22:54 Page 3

শিক্ষকদের রাজনীতি নয়, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় অসন্তোষ বামপন্থী সংগঠনগুলি

হবু শিক্ষকরা আর সরাসরি রাজনীতিতে নয়। পালাবদলের বাংলায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে যে শিক্ষক নিয়োগ হবেন, তাঁরা আর সরাসরি রাজনীতি করতে পারবেন না। পড়শি দেশের উদাহরণ টেনে বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর একথা জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী । তার পরই নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণাকে ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছে। সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। বামপন্থী শিক্ষক সংগঠন 'এবিটিএ'-র সাধারণ সম্পাদক সুজিত দাস জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণাটি স্পষ্ট নয়। শিক্ষকরা তো কাজে ফাঁকি দিয়ে রাজনীতি করেন না। তা ছাড়া গ্রান্ট-ইন-এড স্কুলের শিক্ষকরা তো সরকারি কর্মচারী নন। তা হলে তাঁদের উপর সরকার কী করে নিষেধাজ্ঞা জারি করবে? শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারীর আশঙ্কা, এই পদক্ষেপের ফলে ভবিষ্যতে শিক্ষকদের প্রতিবাদ করার অধিকার সংকুচিত হতে পারে। তাঁর বক্তব্য, সরকারি স্পনসর্ড ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। কোনও দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থেকেও শিক্ষকরা শিক্ষা ব্যবস্থা, পেশাগত সমস্যা কিংবা নিজেদের ন্যায্য দাবি নিয়ে সরব হলে, তাকেও রাজনীতি হিসাবে গণ্য করা হবে কি না, সেই সংশয় থেকেই যাচ্ছে বলে মনে করছেন তিনি। একই সুর শোনা গিয়েছে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডলের বক্তব্যেও। তাঁর মতে, অন্য রাজ্যের উদাহরণ টেনে এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করা যায় না। অন্য রাজ্যে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা সরকারি কর্মীর মর্যাদা পেয়ে থাকলে তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিনিষেধের প্রসঙ্গ আসতে পারে। কিন্তু এ রাজ্যে সরকারি কর্মীর মর্যাদা না দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখার সিদ্ধান্ত কতটা যুক্তিসংগত, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, সরকারি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিধিনিষেধ রয়েছে। হিন্দু-হেয়ারের মতো সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা ভোটে দাঁড়াতে পারেন না। অন্যদিকে, আরএসএস সমর্থিত শিক্ষক সংগঠন 'এবিআরএসএম' মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক জানান, তএটা দীর্ঘদিনের ভাবনা ছিল। একাধিক রাজ্যে এই নিয়ম বলবৎ আছে। এবার বাংলার হবু শিক্ষকদের সার্ভিস রুলে বিষয়টি ঢুকবে।

বেহালা কাণ্ডে রিপোর্ট তলব জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের

বেহালায় প্রেমিক এবং তাঁর বাবাকে নগ্ন করে হাঁটানোর অভিযোগে ধৃত ৩। তাদেরও কোমরে দড়ি বেঁধে হাঁটায় পুলিশ। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দার কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। ওইদিন কী ঘটেছিল, কেন অভিযুক্তদের কোমরে দড়ি বেঁধে হাঁটানো হল , এমনই নানা প্রশ্ন রিপোর্ট আকারে জানতে চান তদন্তকারীরা। পুলিশ মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে বলেই দাবি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের। আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত গত রবিবার। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর সন্ধ্যায় সরশুনার ক্ষুদিরামপল্লির খালপাড়ের কাছে নাবালিকাকে চুমুর 'অপরাধে' ওই তরুণ, তাঁর বাবা ও বন্ধুকে পাড়ার রাস্তায় নগ্ন করে ঘোরানো হয় বলে অভিযোগ। যা নিয়ে বিতর্কের ঝড়। ঘটনায় পাড়ার কেউ বলছেন নাবালিকার 'দাপুটে পরিবার'-এর ভয়ে তাঁরা কোনও প্রতিবাদ করতে পারেননি। আবার কেউ বা বলছেন, প্রথমে ওই ব্যক্তিকে দেখে তাঁরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু পিছনে সেই নগ্ন অবস্থায় দুই তরুণকে আসতে দেখে তাঁদের ভুল ভাঙে। যদিও ক্ষুদিরামপল্লি থেকে সবুজ পার্কের দিকে যাওয়ার জন্য মোড় ঘুরতেই বিষয়টি চোখে পড়ে বাইক মেকানিক সুজয় হালদারের। তিনি ও তাঁর সঙ্গে যাঁরা সেই সময় ছিলেন কর্মরত ছিলেন, ওই দৃশ্য দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে যান। সুজয় হালদার জানান, তরুণের বাবা প্রথমে দ্রুত হেঁটে তাঁর গ্যারাজের সামনে দিয়েই যাচ্ছিলেন। তিনজনের সঙ্গে সঙ্গে ভিডিও করতে করতে যাওয়ার সময় এক যুবক সুজয়দের দিকে তাকিয়ে বলে, 'মজার র‍্যালি চলছে। তোরাও দেখ।' অনেকে ভিডিও করলেও কেউ প্রতিবাদ করেনি। একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে হতবাক হয়ে সেই 'নগ্ন প্যারেড' দেখলেও তাঁরা কেউ তাঁদের লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করেননি। সুজয়ই তরুণ ও তাঁর বন্ধুকে টেনে গ্যারাজের ভিতরে নিয়ে আসেন। তখনও খালের পাশ দিয়ে নগ্ন অবস্থায় হাঁটছিলেন তরুণের বাবা। সুজয় তাঁকে চিৎকার করে ডাকলেও প্রথমে তিনি মনে করেন, কেউ মজা করার জন্য তাঁকে ডাকছে। তখন সুজয়রা তাঁকে ধরে গ্যারাজের ভিতর নিয়ে আসেন। সুজয় ও তাঁর মেকানিকরা নিজেদের জামা ও প্যান্ট বের করে তাঁদের দেন। এর পর যাঁরা ভিডিও করছিল, তাঁদের সুজয় ও তাঁর সঙ্গীরা চাপ দিয়ে বলে, অভিযুক্তদের বাড়ি থেকে তাঁদের জামাকাপড় ও মোবাইল নিয়ে আসতে। এমনকী পরে সুজয়ই আক্রান্তদের থানায় নিয়ে গিয়ে লিখিত অভিযোগ জানান। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজন গ্রেপ্তার হয়।

পুরভোটের আগে কলকাতায় নীতিন নবীন, প্রার্থী বাছাইয়ে বিজেপির শেষ পর্বের প্রস্তুতি

কলকাতা পুরভোটের প্রস্তুতিতে এ বার সরাসরি দিল্লির নজর। সূত্রের খবর, আগামী ২ নভেম্বর কলকাতায় আসতে পারেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। তাঁর সফরে রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে পুরভোটের কৌশল এবং প্রার্থী বাছাই নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কালীপুজোর পরেই প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করতে চাইছে বঙ্গ বিজেপি। দলের অন্দরের খবর, এ বার ধাপে ধাপে নয়, কলকাতা পুরসভার সব ওয়ার্ডের প্রার্থীর নাম একসঙ্গে প্রকাশ করার পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে তালিকা ঘোষণার আগে নীতিনের সম্ভাব্য বঙ্গ সফরকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

কোন মুখকে কোথায় দাঁড় করানো হবে, সেই সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মতামতও গুরুত্ব পেতে পারে। ইতিমধ্যেই প্রার্থী বাছাই নিয়ে একাধিক স্তরে আলোচনা শুরু হয়েছে। বর্তমান ও প্রাক্তন কাউন্সিলরদের পাশাপাশি নতুন মুখদের নিয়েও ভাবনাচিন্তা চলছে। বিশেষ নজর রয়েছে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে আসা প্রাক্তন কাউন্সিলরদের দিকে। তাঁদের প্রত্যেককে পুরভোটে জায়গা দেওয়া হবে কি না, তা নিয়েও দলের মধ্যে আলোচনা রয়েছে। এর মধ্যেই দিল্লি সফর সেরে মঙ্গলবার কলকাতায় ফিরেছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সূত্রের খবর, রাজধানীতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর পুরভোটের প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। যদিও বিজেপির তরফে এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনও ঘোষণা করা হয়নি। প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে শুধু রাজনৈতিক পরিচিতি নয়, স্থানীয় সংগঠনে ভূমিকা এবং মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতাকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে দলের অন্দরের খবর। অর্থাৎ, পুরনো মুখ পরিচিত হলেই যে টিকিট নিশ্চিত, এমন নয়। জয়ের সম্ভাবনা, ওয়ার্ডভিত্তিক সংগঠন এবং স্থানীয় সমীকরণও বিবেচনায় রাখা হচ্ছে।অন্য দিকে, এনসিপিআই থেকে বিজেপিতে আসা কয়েকজন সাংসদকে পুরভোটের ময়দানে নামানো হতে পারে বলে জল্পনা তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে এনসিপিআইয়ের সঙ্গে বিজেপির কোনও নির্বাচনী সমঝোতা হচ্ছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তবে সেই জল্পনা ইতিমধ্যেই খারিজ করেছেন শমীক। সব মিলিয়ে, পুরভোটের দিন ঘোষণার আগেই প্রার্থী তালিকা নিয়ে বিজেপির প্রস্তুতি এখন শেষ পর্যায়ে। নীতিন নবীনের সম্ভাব্য সফর সেই প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় অনুমোদনের শেষ ধাপ কি না, নজর এখন সেদিকেই।

নথি ছিনতাইয়ের অভিযোগে সিআইডি তদন্তের বার্তা

ঋতব্রতকে এফআইআরের পরামর্শ শুভেন্দুর

তৃণমূলের প্রতীক ও দলের পরিচয় নিয়ে দুই শিবিরের সংঘাতের মধ্যে এবার নথি নিয়ে ওঠা অভিযোগে তদন্তের বার্তা দিল রাজ্য সরকার। বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত ব্যানার্জির অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়ার জন্য তাঁর দলের নথিপত্র দিল্লি যাওয়ার পথে আটকে সেগুলি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, অভিযোগ নিয়ে ঋতব্রত এফআইআর করলে তদন্তের দায়িত্ব সিআইডির হাতে দেওয়া হবে। ঘটনাটি ঘটেছে নির্বাচন কমিশনে দলের নথি জমা দেওয়ার সময়সীমার ঠিক আগে। ঋতব্রত-পন্থী শিবিরের দাবি, ২৪ অক্টোবর নথিপত্র নিয়ে তাঁদের কর্মীরা সড়কপথে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হন। অভিযোগ, ২৬ অক্টোবর ভোরে হরিয়ানায় তাঁদের গাড়ি আটকে নথি দখলের চেষ্টা করা হয়। ঋতব্রত সমাজমাধ্যমে দাবি করেন, কালীঘাট-ঘনিষ্ঠ শিবিরের লোকজন এই ঘটনার পিছনে ছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, কর্মীদের প্রতিরোধেই সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ঋতব্রতের অভিযোগের রাজনৈতিক তাৎপর্যও রয়েছে। উপনির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের দুই শিবিরকে আলাদা নাম ও প্রতীক দিয়েছিল। মমতা-পন্থী গোষ্ঠী 'মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস' নামে ফুটবল প্রতীক পেয়েছিল। অন্যদিকে ঋতব্রত-ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠী 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস' নামে খাম প্রতীক নিয়ে ভোটে নামে। ২৬ অক্টোবর ছিল কমিশনে চূড়ান্ত নথি ও হলফনামা জমা দেওয়ার নির্ধারিত দিন। ওই দিন মমতা-পন্থী শিবির নথি জমা দিলেও ঋতব্রতদের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। পরে বিষয়টি আদালতে যায়। সুপ্রিম কোর্ট অতিরিক্ত ১০ দিন সময় দিয়েছে নথি জমা দেওয়ার জন্য। এই পরিস্থিতিতে বিধানসভায় নতুন দুই বিজেপি বিধায়কের শপথ অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে বিষয়টি তুলে ধরেন শুভেন্দু। তিনি জানান, অভিযোগকারী নিজে পুলিশে লিখিত অভিযোগ করলে তদন্ত প্রক্রিয়া এগোনোর ব্যবস্থা করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই অবস্থান কার্যত অভিযোগটিকে রাজনৈতিক বাকযুদ্ধের বাইরে এনে আইনি তদন্তের পথে নেওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে। এখন নজর ঋতব্রত শিবিরের পরবর্তী পদক্ষেপে। এফআইআর হলে তদন্ত শুরু হবে। আর তদন্ত শুরু হলে নথি নিয়ে ওঠা অভিযোগের সত্যতা, ঘটনার পিছনে কারা ছিল এবং আদৌ কোনও সংগঠিত হস্তক্ষেপ হয়েছিল কি না; সেই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার সুযোগ তৈরি হবে। তৃণমূলের দুই শিবিরের প্রতীক-সংঘাতও তখন আরও সরাসরি তদন্তের আওতায় চলে আসতে পারে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 29-10-2026 22:54 Page 4

সম্পাদকীয়

২৯ অক্টোবর ২০২৬ ।। বৃহস্পতিবার

কংগ্রেসের শূন্য, বিজেপির বাজিমাত

রাজনীতির ময়দানে মুখের জোরে শোরগোল তোলা যায়, সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম দখল করা যায়,রাজপথে স্লোগানের ঝড়ও তোলা যায়। কিন্তু ব্যালট বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে ভোটারের রায়কে প্রভাবিত করতে হলে চাই বিশ্বাসযোগ্যতা,সংগঠনের শক্তি এবং মানুষের আস্থা।চার রাজ্যের বিধান পরিষদ নির্বাচনে কংগ্রেসের শূন্য হাতে ফেরা সেই নির্মম সত্যকেই আরও একবার সামনে এনে দিয়েছে।ভোটচুরির অভিযোগে সরব কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রচার কি ভোটারদের মন জয় করতে পারছে? নাকি অভিযোগের আওয়াজ যত বাড়ছে,জনসমর্থনের ভিত ততই নড়বড়ে হয়ে পড়ছে? সাম্প্রতিক ফলাফল সেই প্রশ্নকেই আরও তীক্ষ্ণ করে তুলেছে।

সবচেয়ে বড় ধাক্কা এসেছে কর্নাটক থেকে। যে রাজ্যে কংগ্রেসের সরকার সেই রাজ্যেই বিধান পরিষদের চারটি আসনে এনডিএর জয় দলটির রাজনৈতিক আত্মবিশ্বাসে বড়সড় আঘাত। ক্ষমতায় থাকা মানেই মানুষের সমর্থন নিশ্চিত রাজনীতির এই চিরাচরিত ভুল ধারণাকে ভেঙে দিয়েছে নির্বাচনী ফল।বিশেষ করে বেঙ্গালুরু টিচার্স কেন্দ্রের হার কংগ্রেসের কাছে নিছক একটি আসন হারানো নয় বরং রাজনৈতিক মর্যাদার প্রশ্ন। পাঁচবারের জয়ী কংগ্রেস প্রার্থী পুট্টান্নাকে হারিয়ে জেডি(এস)-এর এ পি রঙ্গনাথের জয় বুঝিয়ে দিয়েছে, অতীতের সাফল্যের স্মারক দেখিয়ে বর্তমানের ভোট আদায় করা যায় না।রঙ্গনাথ পেয়েছেন ১০ হাজার ৮১০টি ভোট, পুট্টান্নার ঝুলিতে এসেছে ৯ হাজার ৯০২টি।ব্যবধান খুব বিশাল নয় কিন্তু রাজনৈতিক বার্তাটি যথেষ্ট জোরালো কংগ্রেসের দুর্গেও ফাটল ধরাতে সক্ষম এনডিএজোট।এখানেই কংগ্রেসের আত্মসমীক্ষা জরুরি। ভোটচুরির অভিযোগ তোলা সহজ কিন্তু ভোটারের আস্থা অর্জন কঠিন।নির্বাচনে পরাজিত হলেই যদি অভিযোগের ঝুলি খুলে বসতে হয় তবে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়বদ্ধতা কোথায়?গণতন্ত্রে অনিয়মের অভিযোগ অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা উচিত। কিন্তু প্রতিটি প্রতিকূল ফলের ব্যাখ্যা যদি অভিযোগের আড়ালে খোঁজা হয় তাহলে নিজেদের সাংগঠনিক ব্যর্থতা, দুর্বল প্রার্থী নির্বাচন কিংবা জনসংযোগের ঘাটতি নিয়ে আলোচনা চাপা পড়ে যায়। কংগ্রেসের বিপদ সেখানেই। বিরোধিতার রাজনীতি করতে গিয়ে যদি বিকল্প নীতি, বাস্তব কর্মসূচি এবং মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান পিছনের সারিতে চলে যায় তবে স্লোগান যতই উচ্চকিত হোক, ভোটের বাক্সে তার প্রতিফলন নাও ঘটতে পারে।অন্যদিকে, বিজেপি ও তার জোটসঙ্গীদের এই সাফল্য রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে কংগ্রেসশাসিত কর্নাটকে এনডিএর জয় দেখিয়ে দিয়েছে বিরোধী শিবিরকে দুর্বল ভাবার কোনও কারণ নেই। বিজেপির কাছে এই ফল আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর রসদ জোগাবে।

তবে এই জয়কে কেবল কংগ্রেসের ব্যর্থতার ফসল বলে দেখাও ভুল হবে।ভোটারের সমর্থন পেতে হলে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি, জোটের সমন্বয় এবং স্থানীয় স্তরে গ্রহণযোগ্য নেতৃত্বকে আরও কার্যকর করে তুলতে হবে। জয়কে রাজনৈতিক পুঁজি করতে হলে মানুষের প্রত্যাশা পূরণের পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হতে হবে।উত্তরপ্রদেশের ছবিও কংগ্রেসের জন্য স্বস্তিদায়ক নয়।সেখানে বিজেপি ও সমাজবাদী পার্টির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও কংগ্রেসের উপস্থিতি যে কতটা দুর্বল তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।আবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লোকসভা কেন্দ্র বারাণসীর শিক্ষক আসনে বিজেপির পরাজয়ও একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়।

কোনও কেন্দ্রই চিরস্থায়ী রাজনৈতিক সম্পত্তি নয়। ভোটাররা কাউকে স্থায়ীভাবে ক্ষমতার শংসাপত্র দিয়ে রাখেন না।তাঁরা প্রয়োজনমতো সমর্থন দেন আবার অসন্তুষ্ট হলে সেই সমর্থন ফিরিয়েও নেন। বিজেপির মতো শক্তিশালী দলের কাছেও এই বার্তা উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।বিহারে জন সুরাজ পার্টির সাফল্য এবং মহারাষ্ট্রে শরদ পওয়ারের দলের আসন জয় আরও একটি বাস্তবতা সামনে আনে রাজনীতিতে জায়গা ফাঁকা থাকলে নতুন শক্তি সেখানে প্রবেশের সুযোগ পায়। কংগ্রেস যদি নিজেদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে না পারে তবে বিরোধী রাজনীতির পরিসরেও অন্য দলগুলি সেই জায়গা দখল করতে পারে।জাতীয় রাজনীতিতে দীর্ঘ ঐতিহ্য থাকলেই বর্তমানের প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিত হয় না। ইতিহাসের গৌরব দিয়ে ভবিষ্যতের ভোট জেতা যায় না তার জন্য প্রয়োজন বর্তমানের বিশ্বাসযোগ্যতা।

পাকা ধানে মেঘের মই

বাপন দেব লাড্ডু

ঘূর্ণিঝড়ের খবর এলেই আমরা সাবধান হই, বিপদ কাটলেই ভুলে যাই। এই চক্র ভাঙবে কবে?কার্তিকের শেষ বিকেল। মাঠের পর মাঠ জুড়ে আমন ধান সোনালি হয়ে মাথা নুইয়েছে। চাষির চোখে তখন হিসেবের খাতা খোলা। এবার ফলন ভালো, মহাজনের ধার শোধ হবে, ঘরের চালটাও হয়তো ছাওয়া যাবে। ঠিক এই সময়েই আকাশের কোণে জমছে কালো মেঘ। বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। ২৮ অক্টোবর থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ঝড়ের মূল গতিপথ অন্ধ্র-ওড়িশা উপকূলের দিকে হলেও তার ঝাপটা থেকে বাংলা পুরোপুরি রেহাই পাবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। পাকা ধানের শত্রু শুধু ঝোড়ো হাওয়া নয়, অসময়ের বৃষ্টিও। কাটা ধান মাঠে ভিজলে দানা কালচে হয়, ভেঙে যায়, হাটে দাম পড়ে। খড় পচলে গোয়ালের গরুর খাবারও জোটে না। আলু আর শীতের সবজির বীজতলা জলে ডোবে। ক্ষতির হিসেবে শুধু জমির মালিকই নন। ধান কাটার দিনমজুর, ট্রলার বন্ধ হয়ে যাওয়া জেলে, ভ্যানচালক, সবার রোজগারে টান পড়ে। সমুদ্রে না যাওয়ার নির্দেশ মেনে যে জেলে ঘরে বসে থাকেন, তাঁর উনুন জ্বলবে কীসে, সতর্কবার্তায় সে উত্তর থাকে না। প্রতিবার চিত্রনাট্য একই ঝড়ের আগে সতর্কবার্তা, ঝড়ের সময় ক্যামেরা, ঝড়ের পরে নীরবতা। আজ প্রায় প্রতিটি হাতে মোবাইল, সতর্কবার্তা পৌঁছে যায় নিমেষে। কিন্তু সেই বার্তা পেয়ে চাষি করবেন কী? কাটা ধান রাখবেন কোথায়? ত্রিপল কোথায় পাবেন? সেই রাতে সমবায়ের গুদাম কি খোলা থাকবে? পূর্বাভাস যদি শুধু খবরের শিরোনাম হয়ে থাকে, তা তথ্য, সুরক্ষা নয়। সুরক্ষা তখনই, যখন সতর্কবার্তার পিছনে থাকে হাতে-কলমে ব্যবস্থা। ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলার চেয়ে অনেক বেশি কাজের কথা হল আগামী দু-দিন ধান কাটা স্থগিত রাখুনক্ষ্ম। সেই কথাটুকু যদি ব্লক-স্তরে, সহজ বাংলায়, এসএমএস আর হোয়াটসঅ্যাপে চাষির হাতে পৌঁছে যায়, আর একই সঙ্গে ব্লক অফিসে মজুত থাকে ত্রিপল, সতর্ক সময়ে খোলা থাকে সমবায় শেড বা সরকারি গুদাম, তবে অর্ধেক ক্ষতি ঝড়ের আগেই ঠেকানো যায়।

বাকি অর্ধেকের দায় ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থার। ফসল বিমা আর ক্ষয়ক্ষতির জরিপ কাগজে চমৎকার। বাস্তবে জরিপ আসে দেরিতে, সহায়তা আসে আরও দেরিতে। ভাগচাষি ও বর্গাদার, যাঁদের নামে জমির দলিল নেই, প্রায়ই তালিকার বাইরে থেকে যান। এ অভিযোগ নতুন নয়। যিনি মাঠে ঘাম ঝরান, ক্ষতির দায়ও তাঁর ঘাড়ে, অথচ সহায়তার দরজা তাঁর জন্যই সবচেয়ে সরু। বিমার দাবি নিষ্পত্তির একটা বেঁধে দেওয়া সময়সীমা থাকলে, আর সেই তালিকায় ভাগচাষিরা সবার আগে জায়গা পেলে, এই দরজা খানিকটা চওড়া হতে পারে। তার ওপর জলবায়ুর নির্মম রসিকতা তো আছেই। গবেষকদের পর্যবেক্ষণ, এক সময় পুরোপুরি বৃষ্টিনির্ভর আমন ধানেও এখন একাধিকবার সেচ লাগে, কারণ বর্ষার চরিত্র অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। সাগরের জল উষ্ণ হলে ঘূর্ণিঝড় আরও তীব্র হওয়ার প্রবণতা বাড়ে, এ কথাও বিজ্ঞানীরা বলছেন। আম্ফানের স্মৃতি সুন্দরবনের মানুষের গায়ে এখনও দগদগে। এখন বর্ষা আসে দেরিতে, যায় আরও দেরিতে। কখনও খরা, কখনও জলোচ্ছ্বাস। একই মরসুমে প্রকৃতি যেন চাষির সঙ্গে দুটো উল্টো রসিকতা করছে। এর মোকাবিলা শুধু ত্রাণে হয় না। উপকূলের বাঁধ মেরামত ও ম্যানগ্রোভ রোপণ চলা চাই সারা বছর, ঝড়ের মরসুমের তাড়াহুড়োয় নয়। আর স্বল্পমেয়াদি, জলমগ্নতা-সহনশীল ধানের জাত সময়মতো ন্যায্য দামে চাষির হাতে পৌঁছোনো চাই, যাতে আকাশের মর্জির ওপর ভরসা কিছুটা কমে। ঝড় শেষ পর্যন্ত কতটা ক্ষতি করবে, তা বলবে সময়। হয়তো দু-এক দিনের বৃষ্টিতেই সব মিটে যাবে, হয়তো যাবে না। কিন্তু প্রশ্নটা ঝড়ের চেয়ে বড়।

মেঘের তো দোষ নেই, সে তার নিয়মে আসে, নিয়মে যায়। দোষ আমাদের ভুলে যাওয়ার অভ্যাসে। ঝড় থামলেই আমরা সব ভুলে যাই, আর পরের মরসুমে সেই একই আকাশের দিকে তাকিয়ে চাষি প্রার্থনা করেন। এবার প্রার্থনা নয়, দরকার প্রস্তুতি। যে মাটি আমাদের পাতে ভাত তোলে, তার পাশে দাঁড়ানোর দায় শুধু আকাশের নয়, আমাদেরও।

ইন্টারনেটের জন্ম

আধুনিক সভ্যতার অগ্রযাত্রায় এবং বিশ্বকে একটি বৈশ্বিক গ্রামে পরিণত করার নেপথ্যে ১৯৬৯ সালের ২৯ অক্টোবর তারিখটি এক অবিস্মরণীয় ও স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। মানব ইতিহাসের এই দিনে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, লস অ্যাঞ্জেলেস (ইউসিএলএ) এবং স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষকদের যৌথ উদ্যোগে 'আরপানেট' -এর মাধ্যমে প্রথম সফল ইলেকট্রনিক বার্তা প্রেরিত হয়। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটিই আজকের আধুনিক ইন্টারনেট বিপ্লবের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল যা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে আমূল বদলে দিয়েছে।সেসময়ে স্নায়ুযুদ্ধের উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের 'অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্টস এজেন্সি' বা ডারপা এমন একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিল যা কোনো একটি নির্দিষ্ট নোড বা কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলেও সচল থাকবে। এই বৈপ্লবিক ধারণার ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানী লিওনার্ড ক্লিনরক, চার্লি ক্লাইন এবং বিল ডুভালের নেতৃত্বে ইউসিএলএ ল্যাবরেটরি থেকে এসআরআই-এর কম্পিউটারে প্রথম সংযোগ স্থাপন করা হয়। গবেষণাগারের বিশাল আকৃতির কম্পিউটারগুলোর মধ্যে ডেটা আদান-প্রদানের প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল 'জ্রঞ্জঝজ্জঞ্জ' শব্দটি সম্পূর্ণ পাঠানো। কিন্তু প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা ও সিস্টেম ক্র্যাশ করার কারণে প্রথম সফল বার্তা হিসেবে কেবল 'জ্রঞ্জ' শব্দটি গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিল।এই সংক্ষিপ্ত দুটি অক্ষরের সফল সঞ্চালনই তথ্যপ্রযুক্তির ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছিল।আরপানেট মূলত প্যাকেট সুইচিং প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল যা পরবর্তীতে নেটওয়ার্কগুলোর নেটওয়ার্ক বা আজকের ইন্টারনেটে রূপ নেয়।প্রাথমিক পর্যায়ে এই প্রযুক্তি কেবল মার্কিন সামরিক বাহিনী এবং শীর্ষস্থানীয় কিছু গবেষণাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে সময়ের পরিক্রমায় টিসিপি/আইপি প্রটোকলের উদ্ভাবন এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের প্রবর্তনের মাধ্যমে ইন্টারনেট সাধারণ মানুষের নাগালে চলে আসে। আজ শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনোদন থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইন্টারনেট আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এক অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে।

আজকের দিনে আমরা মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারলেও এর নেপথ্যে রয়েছে ১৯৬৯ সালের সেই ২৯ অক্টোবরের অসামান্য বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সেই গবেষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রযুক্তির প্রতি তাদের অবিচল নিষ্ঠা আজ সমগ্র বিশ্বকে একটি সংযোগসূত্রে বাঁধতে পেরেছে। মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও প্রযুক্তির মেলবন্ধনে অর্জিত এই অর্জন মানবজাতির ইতিহাসে সর্বকালের অন্যতম সেরা প্রযুক্তিগত বিপ্লব হিসেবে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 29-10-2026 22:54 Page 5

জলপাইগুড়িতে বধূকে ধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেপ্তার তরুণ

নয়া জামানা ঃ জলপাইগুড়িতে বধূকে ধর্ষণ এবং সেই ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক তরুণের বিরুদ্ধে। বুধবার ওই বধূ তাঁর স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযোগকারিণী জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দা।কোতোয়ালি থানা সূত্রের খবর, অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্তকে এদিনই আদালতে পেশ করা হবে। যদিও তরুণের দাবি, ওই বধূ এবং তাঁর স্বামী তার কাছে টাকা চেয়েছিলেন। তা না দেওয়ায় অভিযোগ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, বধূ ও অভিযুক্ত তরুণ একই এলাকার বাসিন্দা এবং একে অপরকে চিনতেন। নির্যাতিতার অভিযোগ, গত ২ জুলাই মেয়েকে স্কুলে দিয়ে ফেরার পথে ওই তরুণের সঙ্গে দেখ া হয়। অভিযুক্ত তাঁকে স্কুটারে উঠতে বলে। স্কুটারে ওঠার পর বধূকে জোর করে ঠান্ডা পানীয় খাওয়ানো হয়। এরপরই তিনি অসুস্থ বোধ করেন। নির্যাতিতার অভিযোগ, তাঁর অজান্তে ওই ঠান্ডা পানীয়তে কিছু মিশিয়ে দিয়েছিল অভিযুক্ত তরুণ। ওই অবস্থায় তাঁকে শহর সংলগ্ন একটি রিসর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে একাধিকবার ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। নির্যাতিতার দাবি, ঘটনার ভিডিও করা হয়েছিল। ভিডিও ভাইরাল করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে অভিযুক্ত তাঁকে লাগাতার কুপ্রস্তাব দিতে থাকে। বধূ তাতে রাজি না হওয়ায় তাঁর বাড়িতেও হামলা চালানো হয়। কুকর্মের ভিডিও দশমীর দিন সমাজমাধ্যমে ভাইরাল করে দেয় অভিযুক্ত। এর পর পাড়ার একাংশ লোকজন বধূকে মারধর করেন বলে অভিযোগ। এদিন থানার সামনে দাঁড়িয়ে নির্যাতিতা এবং তাঁর স্বামী জানান, তাঁদের সম্মান নষ্ট করা হয়েছে। অভিযুক্তের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

অর্ণবের দাপট আর ধসের আশঙ্কায় পাহাড়ি পর্যটনে ফের মন্দার মেঘ !

নয়া জামানা ঃ নেপালের বিপর্যয়ের ঝাপটা লেগেছিল, এবার ছোবল অর্ণবের । ঘূর্ণিঝড় অর্ণব যতই শক্তি সঞ্চয় করে অন্ধ্র উপকূলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ততই বৃষ্টির আশঙ্কা বাড়ছে বাংলাতেও। পরোক্ষ প্রভাবেও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ সহ উপকূল এলাকায় ঝড়বৃষ্টির বিশেষ সতর্কতা জারি হয়েছে। উত্তরবঙ্গেও বৃহস্পতি ও শুক্রবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ওই পূর্বাভাসে পাহাড়ি এলাকায় ধসের আশঙ্কা এবং সতর্কতার কথা বলেছে আবহাওয়া দপ্তর। আর তাতেই পাহাড়ি পর্যটনে নতুন করে কালো মেঘ জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। পাহাড়ে বেড়ানোর ক্ষেত্রে সতর্কতার পরামর্শ দিচ্ছে প্রশাসনের পাশাপাশি পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বড় হয়ে উঠছে আতঙ্ক, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে পর্যটনে। হেমন্তের স্বচ্ছ নীলাকাশে বাতাসের শিরশিরানি থাকলেও বা 'ঘুমন্ত বুদ্ধ' কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড়ের মাথা নতুন করে জেগে উঠলেও পাহাড়ি পর্যটন সেভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। নেপালের বিপর্যয়, বালাসনের হিউমপাইপের সেতু উড়ে যাওয়া এবং ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক সহ একাধিক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ধস নামায় তার বড় প্রভাব পড়েছে পুজো পর্যটনে। গ্যাংটক থেকে দার্জিলিং, পাহাড়ে চেনা ভিড়টা ছিল না পুজোর দিনগুলিতে। লক্ষ্মীপুজো কাটিয়ে দীপাবলিকে কেন্দ্র করে যখন আশার আলো দেখতে চাইছিলেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা, তখন অর্ণবের পরোক্ষ প্রভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তাঁদের হতাশ করে তুলছে। মূলত ধসের আশঙ্কায় অনেকেই যে পাহাড়-পরিকল্পনা বাতিল করে অন্যত্র বেড়াতে চলে যাবেন, বুঝতে পারছেন পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল ব্যবসায়ীরা। কালিম্পং হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিদ্ধান্ত সুদ বলছেন, 'প্রায় সময় ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় কালিম্পংয়ের পর্যটনে বড় প্রভাব পড়েছে। কেননা, বেড়াতে এসে রাস্তায় আটকে থাকতে চান না পর্যটকরা।' উল্লেখ্য, ধস এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক মেরামতে হাত লাগিয়েছে এনএইচআইডিসিএল। যে কারণে মঙ্গলবার থেকে আগামী ৫ নভেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক দিন রাত ৯টা থেকে পরের দিন সকাল ৬টা পর্যন্ত যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। অর্ণবের প্রভাবে বৃহস্পতি এবং শুক্রবার হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তর দিলেও, ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে আগামী সোম ও মঙ্গলবার। কেননা, ওই সময় এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটতে পারে। ফলে পাহাড়ি এলাকা থেকে এখনই ধসের আশঙ্কা দূর হচ্ছে না। তবে দুর্যোগ মোকাবিলায় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। ইতিমধ্যে প্রশাসনের তরফে বৈঠক করে গুজব না ছড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ধলপলে গবাদিপশু চুরির হিড়িক

নয়া জামানা ঃ রাতের অন্ধকারে একযোগে ৮টি বাড়িতে হানা দিয়ে প্রায় ২০টি ছাগল চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল তুফানগঞ্জ ১ ব্লকের ধলপল ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। মঙ্গলবার গভীর রাতে ভুরকুশ ও চিকলিগুড়ি মণ্ডলপাড়া এলাকায় এই চুরির ঘটনা ঘটে। গরিব পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস গবাদিপশু এভাবে রাতের অন্ধকারে উধাও হয়ে যাওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে গ্রামবাসীর।

বহু বাড়িতে এদিন চোরেদের উপদ্রবে ক্ষোভ ও কান্নায় রান্নার হাঁড়িও চড়েনি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধলপল এলাকার অধিকাংশ মানুষই মূলত ছাগল, গরু, হাঁস ও মুরগি পালন করে সংসারের যাবতীয় খরচ চালিয়ে থাকেন।

কিন্তু মঙ্গলবার গভীর রাতে সংঘবদ্ধ চোরের দল একে একে আটটি বাড়িতে হানা দেয়। চোরেরা ঘরের দরজা ভেঙে বা গোয়াল থেকে গবাদিপশুগুলি নিয়ে চম্পট দেয়। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসী আজিমা বিবি জানান, তাঁর ঘরের দরজা ভেঙে তিনটি ছাগল চুরি হয়ে গিয়েছে, যার মধ্যে একটি ছাগল দু'-এক দিনের মধ্যেই বাচ্চা প্রসব করার কথা ছিল। এই আকস্মিক বড়সড় ক্ষতির কারণে এদিন তাঁর বাড়িতে উনুনেই হাঁড়ি চড়েনি। একই রকম কান্নায় ভেঙে পড়েছেন শোভা মজুমদার, কুহেলি মণ্ডল, রেজাউল মিঁয়ারাও। তাঁদের সকলেরই একাধিক ছাগল চুরি গেছে। গরিব পরিবারের এই বড় ধাক্কায় প্রশাসনের কাছে ক্ষতিপূরণ ও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। এদিন সকালে চুরির বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় চরম উত্তেজনা ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার পরই তারা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন এবং দ্রুত তুফানগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে এই ধরণের বড় চুরির ঘটনায় পুলিশি টহলদারি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

শীতলকুচিতে সালিশি সভায় বিজেপির দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ

নয়া জামানা ঃ সালিশি সভাকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘাতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহারের শীতলকুচির বড় মরিচা এলাকা। সালিশি বৈঠক চলাকালীন বিজেপির দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে সংখ্যালঘু মোর্চার জেলা সম্পাদক সহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

গুরুতর জখম অবস্থায় ওই বিজেপি নেতাকে প্রথমে শীতলকুচি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং পরে কোচবিহারের এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে ।

জঙ্গিপুরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ প্রথম শ্রেণীর বিচারপতি জে.এম.-এর ১ম/২য়/৩য় আদালতে। আমি, হোসনারা বিবি, স্বামী- নাইমুল শেখ, বয়স প্রায় ৫৬ বছর, ধর্মমতে মুসলিম, গ্রাম- বরজুমলা কলোনি, ডাকঘর- বরজুমলা, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং- ৭৪২১৪৮-এ বসবাস করি, এতদ্বারা সগৌরবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি -

আমার ছেলের আসল নাম Sahid Alam Sk যা তার আধার কার্ড নং-২৬৭৬ ০৪৮৬ ২৮৭৯, প্যান নং- THVPS৯৭০১M– রেশন কার্ড নং- SPHH ০০৩৯২৩৯৯৫৩, স্কুল সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য মূল্যবান নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে। ৩. আমার নথিপত্রে আমার ছেলে Sahid Alam Sk জন্ম সনদে (রেজিস্ট্রেশন নং-৮৮, রেজিস্ট্রেশন তারিখ ২৮/০২/২০২৬) আমার আসল নাম sahid Alam Sk এর পরিবর্তে আমার ছেলের নাম ভুলবশত Sahid Alam লেখা হয়েছে। Sahid Alam এর জায়গায় Sahid Alam Sk হবে। Sahid Alam Sk ও Sahid Alam একই ব্যক্তি ও অভিন্ন।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 29-10-2026 22:54 Page 6

শিলিগুড়ির রাজপথে ‘গণতন্ত্র বাঁচাও’ মেগা মিছিল

পা মেলাবেন মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা ঃ ৩ নভেম্বর শিলিগুড়ির রাজপথে মিছিলে হাঁটবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।‘গণতন্ত্র বাঁচাও’-এর ডাক দিয়ে তাঁর সঙ্গে পা মেলাবেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। মিছিল শেষে মহাত্মা গান্ধি চক অর্থাৎ এয়ারভিউ মোড়ে বক্তব্য রাখার কথা তাঁর। রাজ্যে পালাবদলের পরে এটিই শিলিগুড়িতে বিজেপির রাজ্য পর্যায়ের প্রথম কর্মসূচি হতে চলেছে। প্রতিবাদ মিছিলটি শুরু হতে পারে বাঘা যতীন পার্ক থেকে। এরপর হিলকার্ট রোড ধরে শেষ হবে মহাত্মা গান্ধি চকে। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখবেন। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীর বক্তব্য, ‘বিদেশি মদতে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চাইছে। তারই প্রতিবাদে রাজপথে নামব আমরা। মুখ্যমন্ত্রীও থাকবেন।’ শাসকদলের মূল টার্গেট, ককরোচ জনতা পার্টি। এ রাজ্যে এখনও পর্যন্ত সিজেপি সেভাবে সক্রিয় না হলেও সমাজমাধ্যমে জন্ম নেওয়া দলটি যেন সবচেয়ে বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে শাসকের কাছে। পদ্ম নেতাদের অভিযোগ, সিজেপি’র সঙ্গে কংগ্রেস, বাম ও তৃণমূল কংগ্রেস জড়িত। সম্মিলিতভাবে বিরোধীদের মদতে দেশবিরোধী শক্তির উত্থান হচ্ছে। সেই শক্তিকে দমাতে পথে নামার ডাক দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, রাজ্যে পাঁচটি শহরে মিছিলের প্রস্তুতি নিচ্ছে দলীয় নেতৃত্ব। ২ নভেম্বর কলকাতা দিয়ে কর্মসূচি শুরু হবে। ৪ নভেম্বর কৃষ্ণনগর, ৫ তারিখ দুর্গাপুর এবং হাওড়ায় এই কর্মসূচি হবে। প্রত্যেকটিতে মুখ্যমন্ত্রীর থাকার কথা। তবে, ৫ নভেম্বর একই দিনে দুই জায়গায় মিছিল হবে জন্য যে কোনও একটিতে অংশ নিতে পারেন তিনি। শিলিগুড়ির কর্মসূচি উত্তরবঙ্গকেন্দ্রিক হলেও মূলত দার্জিলিং সমতল এবং জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপিকে নিয়ে হবে। ২০ হাজার লোকের ভিড়ের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। উত্তরের বাকি জেলাগুলি থেকে সাধারণ নেতা-কর্মীদের এই মিছিলে আনার পরিকল্পনা আপাতত নেই। সেখান থেকে শুধু শীর্ষস্তরের নেতাদের থাকতে বলা হয়েছে। বিজেপির শিলিগুড়ি বিভাগের আহ্বায়ক রাজু সাহা বলেছেন, ‘দুটি জেলাকে নিয়েই মিছিল। সেজন্য সবাইকে অংশ নিতে বলা হয়নি।’ শিলিগুড়ি পুরনিগমে ভোটের আগে এই বিরাট মিছিল স্থানীয় নেতৃত্বকে বাড়তি শক্তি জোগাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। কর্মসূচির প্রস্তুতি হিসাবে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির অফিস মাল্লাগুড়িতে দলের উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, ইনচার্জ, আহ্বায়ককে নিয়ে বৈঠকে বসেন রাজ্য স্তরের নেতারা। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আলোচনার মাধ্যমে দায়িত্ব বণ্টন করে কর্মসূচির প্রচারে জোর দিতে বলেছেন। মিছিল নিয়ে কটাক্ষের সুর বিরোধীদের গলায়।

সিপিএমের দার্জিলিং জেলার সম্পাদক সমন পাঠকের কথায়, ‘বিজেপি দিশেহারা। দেশে গণতন্ত্র ফেরাতে মানুষ যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত।’

সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সদস্য সুজয় ঘটক বলেন, ‘রাজ্য এবং কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলেরই গণতন্ত্র রক্ষার দায়। অথচ তারাই গণতন্ত্র রক্ষার কথা বলে ঘুরিয়ে বিপন্নতার কথা স্বীকার করছে কি?’

অসমের বাঁশবাগানে আরামে ঘুম ‘বিহার কি বেটির’

‘নয়া জামানা ঃ আমাকে আমার মতো থাকতে দাওখ আমি নিজেকে নিজের মতো গুছিয়ে নিয়েছি। যেটা ছিল না, ছিল না সেটা না পাওয়াই থাক। সব পেলে নষ্ট জীবন।’ মনে মনে অনুপম রায়ের এই গান গুনগুনিয়েই হয়তো হেমন্তের দুপুরে অসমের রাজেন্দ্রপুর ফরেস্ট ভিলেজ লাগোয়া বাঁশ বাগানে জোর ঘুম দিল ‘বিহার কি বেটি’, বিটিআর টিএফ-১। বক্সা ছেড়ে অসমের রাইমোনা জাতীয় উদ্যানে ভালোই আছে বাঘিনী। সোমবার গৃহপালিত শুয়োর শিকার করে খায় সে। এরপর ঘুম। মঙ্গলবার বহাল তবিয়তে ওই বাঁশ বাগানেই আছেন তিনি। এদিকে টানা ডিউটিতে জেরবার বনকর্মীরা। পশ্চিমবঙ্গ থেকেও বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ বনকর্মীকে রাইমোনা জাতীয় উদ্যানে পাঠানো হয়েছে নজর রাখার কাজে সহায়তা করতে। এদিকে ভয়ের চোটে থরহরিকম্প দশা ওই ফরেস্ট ভিলেজের বাসিন্দাদের। শীতের কাঁপুনি আর মশার উৎপাত সামলে বসে থাকতে হচ্ছে বনকর্মীদের। ‘হালুম-হুলুম’ শুনে মাঝেমধ্যে সার্চলাইট জ্বালিয়ে খতিয়ে দেখছেন পরিস্থিতি। সোমবার রাতে অন্তত দু’বার এমন ঘটনায় নড়েচড়ে বসেন সবাই। মাঝেমধ্যে টহল দিয়ে বাঘিনীর অবস্থা বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে। লাগাতার উড়ছে ড্রোন। রেডিও কলারের মাধ্যমেও দেখা হচ্ছে শার্দূল-কন্যার অবস্থান। নিয়মিত পরিদর্শনে আসছেন বনকর্তারা। রবিবার রাতে ঘরছাড়া বাঘিনী জাতীয় উদ্যান লাগোয়া যে গ্রামে ঢোকে তার পাশেই সেন্ট্রাল রেঞ্জ অফিস। সেখানে এখন মনিটরিং টিমের বেস ক্যাম্প করা হয়েছে। এদিন রাইমোনা সেন্ট্রাল রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সোমেশ্বর ব্রহ্ম বলছিলেন, ‘দিনরাত ডিউটি চলছে। শিফট ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। বাড়ি যাওয়া বন্ধ সবার। রেঞ্জ অফিসেই রান্না করে খেতে হচ্ছে। বিশ্রামের জায়গাও তৈরি করা হয়েছে।’ কচুগাঁওয়ের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার মুস্তফা আলি আহমেদের কথায়, ‘বাঘিনী দিনভর এক জায়গাতেই থাকছে। ঘুমিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। আমরাও ওকে বিরক্ত করছি না। শুধু নজর রেখে চলেছি।’ এদিকে এক জায়গায় দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে সমস্যায় পড়েছেন অনেক বনকর্মীই। অসমে যাওয়া বক্সার জনৈক বনকর্মী বলেন, ‘দিনে কোনওরকমে সময় কাটলেও রাতে সময় কাটানো মুশকিল। রাতে বাঘিনীর জঙ্গলে ফেরার সম্ভাবনা থাকে। তাই তখন আরও বেশি সজাগ থাকতে হচ্ছে।’ আরেক বনকর্মীর কথায়, ‘বাঘিনীর আচরণ দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।’ অন্যদিকে রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, ‘বাঘিনী ফেরাতে কোনও তাড়াহুড়ো করা হবে না। বাঘিনী এখন এলাকা চিনছে। তাই ওকে এখন নিজের মতো থাকতে দেওয়া হচ্ছে।’ মঙ্গলবারও রাজেন্দ্রপুর যান দুই রাজ্যের বনকর্তারা। পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। বনকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন রাজেন্দ্রপুরের স্থানীয় গ্রামবাসী। মোড়ল মৃগেন্দ্র নার্জারির কথায়, ‘গ্রামে কখনও এমন আতঙ্ক ছড়ায়নি। মানুষের ক্ষতি হলে তো মুশকিল।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 29-10-2026 22:54 Page 7

‘আর চুপ থাকবেন না’

দিল্লিতে ভাষণ দেবেন মমতা !

গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় অধিকার হরণের অভিযোগে বিরোধীরা দফায় দফায় প্রতিবাদ কর্মসূচি করছেন। আগামী রবিবার, ১ নভেম্বর দিল্লির রামলীলা ময়দানে ফের প্রতিবাদ করবেন বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিরা। থাকার কথা মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বক্তা হিসেবেও নাম রয়েছে তাঁর। সেই কর্মসূচিতে যোগ দিতে পড়ুয়া, মহিলা ও সমাজের বিশিষ্টদের আহ্বান জানালেন মমতা। বৃহস্পতিবার নিজের সোশাল মিডিয়া পোস্টে তাঁর আবেদন, ‘আর চুপ থাকবেন না। ভোটাধিকারই যখন লুটের মুখে, তখন তা নিয়ে চুপ থেকে লাভ নেই। বরং আসুন, গণতন্ত্র আর সংবিধান বাঁচাতে হাতে হাত ধরে দাঁড়াই সকলে।’ পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য রাজ্যে ভোট লুটের অভিযোগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ চান বিরোধীরা। তাঁদের অভিযোগ, কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দল বিজেপির পক্ষ নিয়ে কার্যত একপেশেভাবে নির্বাচন পরিচালনা করেছে কমিশন। নিরপেক্ষতা বজায় রাখেনি। এতে জ্ঞানেশ কুমারের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি বলে অভিযোগ তাঁদের। তাই জ্ঞানেশের পদত্যাগের দাবি ক্রমশ জোরাল হচ্ছে। এনিয়ে আগেও বার দুয়েক প্রতিবাদ করেছে বিরোধী ইন্ডি জোট। পথে নেমে পুলিশের লাঠিও খেতে হয়েছে রাহুল গান্ধী, নেহা বোরাদের। কিন্তু প্রতিবাদ থামছে না। আগামী ১ নভেম্বর ফের দিল্লির রামলীলা ময়দানে একই ইস্যুতে নামছে বিরোধী দলগুলি। তাতে সমর্থন জানিয়েছে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’। সম্ভবত তারাও ওই কর্মসূচিতে অংশ নেবে। রবিবার দিল্লির ওই কর্মসূচিতে হাজির থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তার আগে তিনি নিজের সোশাল মিডিয়া পোস্টে সকলকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানালেন। তাঁর বক্তব্য, ‘১ নভেম্বর, ইন্ডিয়া রামলীলা ময়দানে প্রতিবাদ জানাবে। এটা ভোট চুরির বিরুদ্ধে লড়াই। প্রত্যেক ভারতীয়র এই অধিকার আছে। বাংলা ও অন্যান্য রাজ্যে ভোট চুরির জবাব চায় জনতা, নিরুত্তর থাকলে চলবে না। আমি প্রত্যেক পড়ুয়া, যুব, মহিলা ও সমাজের বিশিষ্টদের কাছে আবেদন জানাই, আপনারাও এই কর্মসূচিতে শামিল হোন। আসুন, সংঘবদ্ধ হয়ে আমরা গণতন্ত্র ও সংবিধানকে বাঁচাই।’

এআই-দিয়ে তৈরি মদ খেয়ে মৃত ১৩!

সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশে ‘বিষমদ’ পান করে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয় ১১ জনকে। মূল অভিযুক্ত ২৬ বছরের অজয় রাঠোর। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর সাহায্যে বাড়িতে রাসায়নিক ও জল মিশিয়ে মদ তৈরির পদ্ধতি শিখেছিল ওই অভিযুক্ত। সেই ভেজাল মদ খেয়েই বেঘোরে প্রাণ গিয়েছে তেরো জনের। এই ঘটনা মধ্যপ্রদেশের (ধ্বংস্থাস্থা ঞ্চস্থত্মত্রস্থ দেওয়াস জেলার। বুধবার দেওয়াস কোতোয়ালি থানার পুলিশ আধিকারিক শশীকান্ত চৌরাসিয়া জানিয়েছেন, এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তদের মধ্যে অজয় রাঠোর নামের যুবক এআই ব্যবহার করে বাড়িতে মদ তৈরির পদ্ধতি শিখেছিলেন। রাসায়নিক ও জল মিশিয়ে তৈরি করা ভেজাল মদের সঙ্গে আসল মদ মিশিয়ে তা বিক্রি করতেন তিনি। তদন্তকারীদের দাবি, সংগ্রহ করা লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের খালি বোতলে ওই মদ ভরে বিক্রি করা হত। মূলত গ্রামীণ এলাকাতেই এই ভেজাল মদ বিক্রি করা হত বলে জানিয়েছে পুলিশ। তদন্তে সূত্রে জানা গিয়েছে, ২ থেকে ৬-৭ অক্টোবরের মধ্যে একটি বাড়িতে ভেজাল মদ তৈরি করা হয়েছিল। এই কাজে যুক্ত ছিলেন লোহার পিপলিয়ার বাসিন্দা গোবিন্দ এবং গাধেশ্যা পিপলিয়ার বাসিন্দা রামেশ্বর। ৭ অক্টোবর থেকে ১২ অক্টোবরের মধ্যে ওই ভেজাল মদ বিক্রি করা হয়েছিল বলে খবর। পুলিশ ইন্দোরের সেই গুদামটিও সিল করেছে, যেখান থেকে রাসায়নিক সরবরাহ করা হয়েছিল। ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ভেজাল মদ খেয়ে মৃত্যুমিছিল শুরু হয়। এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ১৩। এআই দিয়ে মদ তৈরির বিষয়টি জানতে পেরে চমকে গিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

আমাদের কথা কেউ শোনেনি

ক্ষোভের আগুনে ইউরোপজুড়ে রাজপথে জেন-জি প্রজন্ম

আমরা পুড়লে তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে পুড়ব;জনপ্রিয় এক কল্পবিজ্ঞান চলচ্চিত্রের এই স্লোগানকে প্ল্যাকার্ডে তুলে ধরে ব্রাসেলসের রাজপথে প্রতিবাদে শামিল হয়েছিল উনিশ বছরের মায়া গর্ডেল। শুধু বেলজিয়াম নয়, প্যারিসের উপনগরী থেকে বেলগ্রেড কিংবা মিলানের অলিগলি;ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজপথ এখন প্রকম্পিত তরুণ প্রজন্মের উত্তাল বিক্ষোভে। ভাঙাচোরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের অভাব, আবাসন সংকট, আকাশছোঁয়া জীবনযাত্রার খরচ এবং দুর্নীতি;এই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকেই ইউরোপজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে এই প্রতিবাদী দাবানল। পুলিশি জলকামান, কাঁদানে গ্যাস আর স্টান গ্রেনেডকে উপেক্ষা করে যেভাবে ১৯৯৭ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে জন্ম নেওয়া অর্থাৎ ‘জেন-জি’ প্রজন্মের যুবসমাজ রাস্তায় নেমেছে,

তা অতীতে বাংলাদেশ, নেপাল বা ভারতের সাম্প্রতিক তরুণ আন্দোলনের স্মৃতিকেই উসকে দিচ্ছে। এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সাফল্য মিলেছে সার্বিয়ায়, যেখানে প্রায় দুই বছরের রক্তক্ষয়ী বিক্ষোভের পর এই সপ্তাহান্তে নির্বাচনে পরাজিত হয়ে গদিচ্যুত হয়েছেন দীর্ঘদিনের শাসক আলেকসান্দার ভুচিচ। মিলানের এক বিক্ষোভরত ছাত্রী কিয়ারার মতে, বর্তমান শাসকশ্রেণি তাঁদের প্রজন্মের কাছ থেকে ভবিষ্যতে স্বপ্ন দেখার অধিকারটুকুও কেড়ে নিয়েছে; পর্যাপ্ত শিক্ষকহীন জরাজীর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কম বেতনের অনিশ্চিত চাকরি আর আকাশছোঁয়া ভাড়ার ঘুপচি ঘরে বন্দি জীবনের বাইরে কোনো ভবিষ্যৎ তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না। একই ছবি ফ্রান্সেও, যেখানে সরকারি তথ্য অনুযায়ী ২০০০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে শিক্ষা খাতে বাজেট কমলেও প্রবীণদের পেনশনের বহর মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বয়স্ক সমাজের যাবতীয় আর্থিক বোঝা তরুণ প্রজন্মের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছে ইউরোপের নতুন প্রজন্ম।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ উড়িয়ে আমেরিকায় পালালেন ফ্লাভিও বলসোনারো

ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ক্ষমতাসীন লুইজ ইনাসিও লুলা দ্য সিলভার কাছে পরাজিত হওয়ার পরেই নাটকীয়ভাবে দেশ ছেড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দিলেন সেনেটর ফ্লাভিও বলসোনারো। আর্থিক তছরুপের একটি মামলায় দেশ ছেড়ে পালানোর আশঙ্কায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পাসপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সে দেশের সুপ্রিম কোর্ট। সেই সময়সীমা শেষ হতেই পাসপোর্ট বাতিল হয়ে যায় এবং কোনো বৈধ অভিবাসন কেন্দ্র ছাড়াই দেশ ছাড়েন তিনি। এদিকে ফ্লাভিও ও তাঁর পরিবারকে প্রবেশাধিকার ও ভিসা দেওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর। এই পদক্ষেপ ঘিরে ওয়াশিংটন ও ব্রাসিলিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্কে নতুন করে তীব্র টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। ফ্লাভিওর এই পলায়নকে ‘লজ্জাজনক’ আখ্যা দিয়ে প্রেসিডেন্ট লুলা তোপ দেগেছেন যে, নির্দোষ হলে তাঁর দেশে থেকেই বিচারব্যবস্থার মুখোমুখি হওয়া উচিত ছিল। রবিবার নির্বাচনে পরাজয়ের পর কারচুপির অভিযোগ তুলে

ফলাফল বাতিলের দাবি জানিয়েছিলেন ফ্লাভিও, যদিও তাঁর নিজের দল লিবেরাল পার্টি আগেই লুলার জয় মেনে নিয়েছে। তাঁর প্রচার ম্যানেজার রজেরিও মারিনহো জানিয়েছেন, প্রায় ৬ কোটি ভোট পাওয়ায় বিরোধী দলনেতার দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়ে কথা হচ্ছিল; তাই ফ্লাভিওর এমন আকস্মিক দেশত্যাগে তাঁরা হতবাক। এই ঘটনা ২০২২ সালে পিতা জাইর বলসোনারোর পরাজয়ের পর যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় নেওয়ার স্মৃতিই ফেরাল, যিনি পরবর্তীকালে দেশে ফিরে অভ্যুত্থান ষড়যন্ত্রে সাতাশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আগামী ফেব্রুয়ারিতে

ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ক্ষমতাসীন লুইজ ইনাসিও লুলা দ্য সিলভার কাছে পরাজিত হওয়ার পরেই নাটকীয়ভাবে দেশ ছেড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দিলেন সেনেটর ফ্লাভিও বলসোনারো।

সেনেটর হিসেবে বিচারব্যবস্থার আইনি রক্ষাকবচ শেষ হওয়ার আগেই ফ্লাভিওর এই পলায়ন ব্রাজিলের রাজনীতিতে নতুন বিতর্ক তৈরি করেছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 29-10-2026 22:54 Page 8

রোহিত-বিরাটরাই নির্ণায়ক! ভারতের বিরুদ্ধে খেলে মোটা লাভের মুখ দেখল অজিরা

ক্রিকেট বিশ্বে অন্যতম প্রতিষ্ঠিত এবং আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা অস্ট্রেলিয়া বোর্ড। ভারতের বিসিসিআই এবং ইংল্যান্ডের ইসিবির পরই আর্থিক স্বচ্ছলতার দিক থেকে নাম আসে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার। অথচ সেই ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকেও দিনের শেষে জমা খরচের হিসাব মেলানোর জন্য তাকিয়ে থাকতে হয় ভারতের দিকেই। যেমনটা হল গত অর্থবর্ষে। ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলার সুবাদেই মোটা অঙ্কের লাভের মুখ দেখল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। সম্প্রতি ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের আয়ব্যয়ের হিসেব প্রকাশ করেছে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড। তাতে দেখা গিয়েছে, ওই অর্থবর্ষে ৪০২৪ কোটি টাকা লাভ করেছে তারা। এই লাভের অঙ্ক তাঁদের ক্রিকেট বোর্ডের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। গত বছরের তুলনায় এই লাভের অঙ্কটা বেড়েছে ৫৪২ কোটি টাকা। অজি বোর্ড যে এত বেশি লাভের মুখ দেখেছে সেটার মূল কারণ ভারতের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজ। গত অর্থবর্ষে ভারতের বিরুদ্ধে একটা মেগা ওয়ান সিরিজ খেলেছে অস্ট্রেলিয়া। ওই ৩ ম্যাচের টেস্ট সিরিজই ছিল ভারতের জার্সিতে অস্ট্রেলিয়ায় বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার শেষ সিরিজ।

রো-কো-কে শেষবারের জন্য দেখতে অজিভূমে দর্শকদের মধ্যে আগ্রহ ছিল প্রবল। ওই সিরিজ থেকে মোটা অঙ্কের রোজগার হয়েছে অজি বোর্ডের। যার জেরে গত অর্থবর্ষে মোটা আয় হয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার। চমকপ্রদ বিষয় হল অ্যাশেজের মতো হাই প্রোফাইল টেস্ট সিরিজেও লোকসানের মুখ দেখতে হয়েছে অজি বোর্ডকে।

তার কারণ গত বছর অ্যাশেজের দু'টি টেস্ট শেষ হয়ে গিয়েছে মাত্র দু'দিনে। ফলে সব মিলিয়ে ৬ দিন খেলাই হয়নি। তাতে লোকসান হয়েছে প্রায় দেড় কোটি টাকা। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার আশঙ্কা আগামী দু'বছরে মোটা অঙ্কের লোকসানের মুখ দেখতে হবে তাঁদের। কারণ আগামী দু'বছরে ভারতের সঙ্গে কোনও সিরিজ এখনও ঘোষিত নয় অজিদের। ২০২৭ বিশ্বকাপের আগে ভারতের অস্ট্রেলিয়া যাওয়াটা সম্ভবও না। ফলে সম্প্রচারকারী সংস্থাগুলি চাইছে চুক্তির অঙ্ক কমিয়ে দিতে। সেটাই আপাতত ভাবাচ্ছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে।

উপেক্ষিত সেই ছেলেই বিশ্বসেরা

একসময় কটাক্ষ করে বলা হতো, আধুনিক ফুটবলের 'সবচেয়ে নামী কিন্তু ট্রফিহীন তারকা'। আর্সেনালের যুব অ্যাকাডেমি থেকে আট বছর বয়সে 'মোটা ও ধীরগতির' অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর টটেনহ্যামের অ্যাকাডেমিতে তকমা জুটেছিল সবচেয়ে 'দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া' সদস্যের। অথচ বয়সের ৩৩-এ পা রেখে, যখন অনেক তারকারই ধার কমে আসে, তখন লন্ডনের প্যালিয়াডিয়ামে সোনালি ট্রফিটা হাতে নিয়ে সেই হ্যারি কেনই মুছে দিলেন ইংল্যান্ডের আড়াই দশকের দীর্ঘ প্রতীক্ষা। মাইকেল ওয়েনের পর প্রথম কোনো ইংরেজ ফুটবলার হিসেবে ফুটবলের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত সম্মাননা 'ব্যালন ডি'অর' জিতে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিলেন বায়ার্ন মিউনিখের এই স্ট্রাইকার। লন্ডন প্যালিয়াডিয়ামের মঞ্চে ব্যালন ডি'অর ট্রফিতে আলতো চুম্বন এঁকে কেন যখন সেটি উঁচিয়ে ধরলেন, তখন ঘরের মাঠের দর্শকদের করতালি আর চোখের জল একাকার হয়ে যায়। প্রতিকূলতা পেরিয়ে আসার সেই দীর্ঘ সফর স্মরণ করে ডিএজেডএন-কে কেন বলেন,

তখুব কম মানুষই এমনটা ভাবতে পেরেছিল; এমনকি হয়তো আমি নিজেও কখনও ভাবিনি যে এত দূর পৌঁছতে পারব। ক্যারিয়ারের শুরুতে বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আসতে হয়েছে। আজকের অনেকের মতো আমি সেই সুপারস্টার ছিলাম না, যাকে ঘিরে প্রথম থেকে হইচই হতো। আমায় ধৈর্য ধরতে হয়েছে, কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। অনেক সময় লড়াইটা ছিল একান্তই নিজের মনের সঙ্গে, আর সেই আত্মবিশ্বাসই আমাকে শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছেও প্রতিনিয়ত আরও উন্নত হতে সাহায্য করেছে। ক্লাব বা দেশের হয়ে গত মরশুমে ৭৩টি গোল করেছেন এই ইংরেজ তারকা;যা ২০১১-১২ মরশুমে লিয়োনেল মেসির ৮২ গোলের পর বিশ্ব ফুটবলে আর কেউ করতে পারেনি। লামিনে ইয়ামাল বা কিলিয়ান এমবাপের মতো কোনো আকাশছোঁয়া প্রচারের ঢক্কানিনাদ ছিল না, কেনের হয়ে কথা বলেছে কেবল তাঁর গোলক্ষুধা ও নিখুঁত দূরদর্শিতা। টটেনহ্যামের হয়ে ২৮০ গোল, তিনবার প্রিমিয়ার লিগের গোল্ডেন বুট, ইংল্যান্ডের জার্সিতে রেকর্ড ৯১টি গোল এবং বুন্দেশলিগায় মাত্র ৯৮ ম্যাচে দ্রুততম ১০০ গোলের মাইলফলক;সবকিছুই যেন জমা হচ্ছিল এই একটি মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য। বছর দুয়েক আগেও যাঁর ক্যাবিনেটে বড় কোনো শিরোপা ছিল না, বায়ার্নের জার্সিতে একে একে বুন্দেশলিগা ও জার্মান কাপ জিতে সেই ক্ষতে প্রলেপ দিয়ে এবার ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে পৌঁছলেন লেইটনস্টোনের সেই উপেক্ষিত ফুটবলার।

একসময় কটাক্ষ করে বলা হতো, আধুনিক ফুটবলের 'সবচেয়ে নামী কিন্তু ট্রফিহীন তারকা'। আর্সেনালের যুব অ্যাকাডেমি থেকে আট বছর বয়সে 'মোটা ও ধীরগতির' অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর টটেনহ্যামের অ্যাকাডেমিতে তকমা জুটেছিল সবচেয়ে 'দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া' সদস্যের।

বঞ্চনার জবাব জোড়া দ্বিশতরানে

জাতীয় দলের দরজায় কড়া নাড়ছেন বাদোনি

দল নির্বাচনের একের পর এক অবহেলা আর প্রত্যাখ্যাত হওয়ার জ্বালা অনেককেই হারিয়ে যেতে বাধ্য করে, কিন্তু দিল্লির ২৬ বছর বয়সি অলরাউন্ডার আয়ুশ বাদোনি সেই বঞ্চনাকেই পরিণত করেছেন রানের ক্ষিদেয়। শ্রীলঙ্কা সফরের পর 'ইন্ডিয়া এ' দল থেকে হঠাৎ বাদ পড়ার হতাশা ভুলতে লাল বলের ক্রিকেটে তিনি এখন যেন এক নিখুঁত রানমেশিন। গত সপ্তাহে গুজরাতের বিরুদ্ধে পালমে অপরাজিত ২১৭ রানের পর মঙ্গলবার রাঁচিতে ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে ঝকঝকে অপরাজিত ২১০;রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসে পর পর দুই ইনিংসে দ্বিশতরান হাঁকিয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ডের পাতায় নাম তুললেন দিল্লি অধিনায়ক। দিল্লির হয়ে এর আগে এই বিরল কৃতিত্ব ছিল কেবল গৌতম গম্ভীর (২০০১-০২) এবং বিরাট কোহলির (২০১৭-১৮, ভারতের হয়ে)। দিল্লির বিখ্যাত সনেট ক্লাবের কোচ দেবেন্দ্র শর্মা শুরু থেকেই বাদোনির উত্থান-পতনের সাক্ষী। জাতীয় 'এ' দল থেকে বাদ পড়ার সময়ের মানসিক অবস্থার কথা তুলে ধরে কোচ বলেন, 'ইন্ডিয়া এ দল থেকে বাদ পড়ার পর ও খুব ভেঙে পড়েছিল। আমি ওকে বলেছিলাম, চলতি মরশুমে ধারাবাহিক পারফর্ম করতে পারলে জাতীয় দলের ডাক আসবেই। সেই কথা মাথায় রেখেই ওকে প্রতি ইনিংসে বড় রান করতে হবে;এক ম্যাচে দ্বিশতরান করে পরের ম্যাচে চুপ থাকলে চলবে না। গত সপ্তাহেও ওকে বার্তা পাঠিয়েছিলাম সেঞ্চুরিকে ডাবল সেঞ্চুরিতে বদলাতে; গতকালের বার্তাও ছিল একই সেঞ্চুরি হতেই ওটাকে দ্বিশতরানে রূপান্তর করো।দ টেকনিকের প্রশ্নে তিনি আরও যোগ করেন, তউত্তর অঞ্চলের ক্রিকেটারদের মধ্যে টেকনিকের বিচারে একমাত্র শুভমান গিলই ওর চেয়ে এগিয়ে। বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে অনুর্ধ্ব-১৪, ১৬ ও ১৯ স্তরেও ও এভাবে বড় রান করেছে। টি-টোয়েন্টি থেকে লাল বলের মেজাজে ফিরতে মনকে শান্ত রাখা আর শট নির্বাচনের ওপরই ও বেশি জোর দিয়েছে।দ দিল্লি দলের সতীর্থ ঋষভ পন্থও একই পরামর্শ দিয়ে জানিয়েছিলেন, দীর্ঘ সময় জাতীয় দলে খেলার মতো মেধা বাদোনির রয়েছে, শুধু দরকার লম্বা ইনিংস। অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ের প্রাক্তন কোচ ডব্লিউ ভি রমনও বাদোনির এই রূপান্তরে দারুণ খুশি। রমন স্মৃতিচারণ করে বলেন, তওর ব্যাচের অনেকের মতো বাদোনির উত্তরণ হয়তো অতটা মসৃণ ছিল না।

ও যে দ্বিশতরান পাচ্ছে তা দেখে ভালো লাগছে, কারণ শুরুতে অনেকেই ভাবত ও হয়তো কেবল দ্রুত রান তুলে উইকেট ছুড়ে দিয়ে আসে।

কিন্তু আমি জানতাম ওর মধ্যে অগাধ প্রতিভা রয়েছে।দ দিল্লিকে ৫১৫ রানে পৌঁছে ইনিংস ঘোষণার পর বল হাতেও ঝাড়খণ্ডের শ্রেষ্ঠ সাগরের গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন এই অফ-স্পিনার।

বাংলার বিরুদ্ধে পাঁচ উইকেট নেওয়ার পর বল হাতে সাফল্য পাওয়াটা যেন তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে; তবে বল যাই বলুক, ব্যাটের এই পাহাড়প্রমাণ দ্বিশতরানই যে এখন নির্বাচকদের জন্য বাদোনির সবচেয়ে জোরালো জবাব;তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।